সংবাদ

2 FEB 2009

# চট্টগ্রামে স্কুল ভেঙে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ বন্ধ করতে হবে

চট্টগ্রাম নগরের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী দুটি স্কুল 'অপর্ণা চরণ' ও 'কৃষ্ণকুমারী বালিকা
উচ্চবিদ্যালয়' ভেঙে সেখানে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি
করপোরেশন। এ সিদ্ধান্তে নগরবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় তা বাতিলের দাবিতে
বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ প্রতিদিনই সভা-সমাবেশ, মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূচি পালন
করছে। গত শনিবার সকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রবীণ বিপ্লবী নেতা বিনোদ বিহারী
চৌধুরী নিজেই ব্যানার টানিয়ে ওই স্কুলের প্রবেশপথে এক ঘন্টার অবস্থান ধর্মঘট করেন।
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তার সহযোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্মৃতিবিজড়িত এই স্কুল
রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তার
সঙ্গে অনশনে অংশগ্রহণ করেন শহীদজায়া বিশিষ্ট লেখিকা বেগম মুশতারী শফি।

সিটি করপোরেশনের এই দুটি বালিকা বিদ্যালয় ভেঙে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের
নকশা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) অনুমোদন না করে এর আগেই ফেরত পাঠায়।
করপোরেশনকে দেয়া সিডিএর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, বাণিজ্যিক ভবন ও মেয়েদের স্কুলের
কার্যক্রম একসঙ্গে চলতে পারে না। এ সংক্রান্ত নতুন পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন করে তা
সিডিএর কাছে দাখিলের পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু সিটি করপোরেশন সিডিএর অনুমোদন ছাড়াই
আগের নকশাতেই এখন সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণে তোড়জোড় শুরু করেছে।

সিটি করপোরেশনের মেয়র গত শনিবার ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে
স্বনামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছেন, 'অপর্ণা চরণ ও কৃষ্ণকুমারী স্কুলের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষাবান্ধব
বহুতল ভবন ও কমপ্লেক্স নির্মিত হবেই'। এ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্কুল ভেঙে বহুতল বাণিজ্যিক
প্রতিষ্ঠান নির্মাণে মেয়রের কঠোর মনোভাবের প্রকাশ ঘটে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

সূর্য সেনের সহযোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯৩২ সালে অপর্ণা চরণ বালিকা বিদ্যালয়ে
প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ স্কুলের দায়িত্বে থাকাকালেই তিনি মাস্টারদা
সূর্য সেনের সহায়তায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চূড়ান্ত রূপ দেন। সূর্য সেনের সহযোদ্ধা বিনোদ
বিহারী গতকাল ওই স্কুলের প্রবেশপথে অবস্থান ধর্মঘট পালনকালে যে ব্যানার টানিয়েছেন
তাতে লেখা ছিল, 'আমার সহযোদ্ধা প্রীতিলতার স্মৃতিধন্য বিদ্যালয় রক্ষায় আন্দোলন গড়ে
তুলুন।' এই ধর্মঘট ও প্রতিবাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
গণসংহতি আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশনসহ দেশের প্রগতিশীল সব
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

ঐতিহ্যবাহী দুটি স্কুল ভেঙে সেখানে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত সিটি
করপোরেশন নিয়েছে আমরা এর ঘোর বিরোধী। যে দেশে শিক্ষার হার, বিশেষত নারী শিক্ষার
হার এমনিতেই নাজুক, সে দেশে ঐতিহ্যবহুল দুটি বালিকা বিদ্যালয় ভেঙে সেখানে বাণিজ্যিক
ভবনের উদ্যোগ শুধু অনৈতিকই নয়, গর্হিত অন্যায়। যেখানে দেশে স্কুলের সংখ্যা প্রয়োজনের
তুলনায় অনেক কম, সেখানে নতুন স্কুল তৈরি না করে বরং ঐতিহ্যবাহী স্কুল ভেঙে সেখানে
বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করার সিটি করপোরেশনের পরিকল্পনা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) অনুমতি ছাড়াই সিটি করপোরেশনের মেয়রের উদ্যোগে
বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রচলিত আইন ভঙ্গ করছে এবং শিক্ষার
পরিবেশকে নস্যাতের উদ্যোগ নিয়েছে। বাণিজ্যিক ভবনে শিক্ষার পরিবেশ থাকতে পারে না,
মেয়েদের স্কুল তো নয়ই। যদি বাণিজ্যিক ভবন আর মেয়েদের স্কুল একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়
তাহলে স্কুলছাত্রীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন সন্দেহ নেই। এমনিতেই
এদেশের স্কুলছাত্রীরা চলতিপথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।
সেখানে স্কুলই যদি হয় মার্কেটে, তাহলে যে আরও সমস্যার সৃষ্টি হবে তা না বললেও চলে।

দেশ ও জাতির স্বার্থে পরিবর্তনের যে অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেই
অঙ্গীকার রক্ষার্থে সরকারকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশের জনগণের
স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দেশের শিক্ষার পরিবেশ ও ঐতিহ্যবাহী স্কুল রক্ষার্থে সরকারকে
অবশ্যই দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কোনভাবেই স্কুলের যায়গায় বাণিজ্যক ভবন
নির্মাণ করা চলবে না। সরকারকেই দ্রুত চট্টগ্রাম নগরের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী স্কুল 'অপর্ণা
চরণ' ও 'কৃষ্ণকুমারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়' রক্ষার্থে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।